ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৯৭
আগরতলা,২ মে,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ১৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ডি.ডব্লিউ.এস. দপ্তরে চলছে হরির লুট, তদন্তের নামে ভড়ং' শীর্ষক সংবাদটির প্রতি পূর্ত দপ্তরের (পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান) দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের আমবাসা সার্কেলের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার জানিয়েছেন, প্রকাশিত সংবাদটি অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক এবং বাস্তবের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ বিষয়ে তিনি জানান -

১) ভুবনছড়া থেকে লাম্বুছড়া রাস্তার পাশে মানিকভান্ডার ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে একটি অগভীর নলকূপ চালু অবস্থায় রয়েছে।

২) মানিকভান্ডার গ্রামে সুনীল দাসের বাড়ির নিকট নতুন একটি গভীর নলকূপের ট্রায়াল রান চলছে। যা অতিসত্বর চালু হয়ে যাবে।

৩) মাদ্রাসা স্কুল, মানিকভান্ডার, কমলপুরের অগভীর নলকূপে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার পর এটি চালু হয়েছে।

৪) যন্ত্রপাতি বিকল হওয়ার দরুন মানিকভান্ডারে এয়ারপোর্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অবস্থিত (সিরাজ চৌধুরীর বাড়ির নিকট) অগভীর নলকূপটি বর্তমানে ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

৫) দক্ষিণ মানিকভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের অগভীর নলকূপটি বর্তমানে চালু অবস্থায় রয়েছে।

৬) সুরমা বিধানসভা এলাকায় পানীয়জল সরবরাহের জন্য পাইপলাইন বিছানোর কাজ চুক্তি মোতাবেক করা হয়েছে। অগভীরতার দরুন যানবাহনের চাপে কোনও ধরনের জলের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা ফেটে যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি।

৭) প্রয়োজন মোতাবেক সব সময়েই পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের কমলপুর ও সালেমা বিভাগে সংস্কার ও সারাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়। জরুরি অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা হয়।

৮) পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের ধলাই জেলা কার্যালয়ের অধীনে অসফল কোনও প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও এজেন্সিকে অর্থ প্রদান করা হয়নি।

প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪ এপ্রিল, ২০২৫ আমবাসা সার্কেলের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এই সকল স্থান পরিদর্শন করে এ সম্পর্কে অবহিত হন।

*****